এমন এক যুগ আসবে

25-July-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে তবে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত আমার দয়াময় দায়িত্বে হবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস নং-২২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমান যুগ কিয়ামতের নিদর্শন এবং এর পূর্বে প্রকাশ পাওয়া অসংখ্য ফিতনায় পরিপূর্ণ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে ইলমে গাইবের মাধ্যমে ১৪শত বছর পূর্বেই বর্তমান ও ভবিষ্যত যুগের ফিতনার পূর্বাভাস দিতে গিয়ে আমাদেরকে এর জ্বলন্ত আগুন থেকে প্রজ্জলিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকে নিজেকে বাঁচানোর উৎসাহ প্রদান করেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে কিছু হাদীসে মুবারাকা এবং এর থেকে অর্জিত উপদেশের মদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই।

পরিবারের হাতেই ধ্বংস

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, সেই ব্যক্তি ছাড়া কোন দ্বীনদারের দ্বীন নিরাপদ থাকবে না, যে নিজের দ্বীন নিয়ে (অর্থাৎ এর নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে) একটি পাহাড় থেকে অরেকটি পাহাড়ে এবং একটি গুহা থেকে আরেকটি গুহার দিকে পালাবে। সেই সময় রুজি উপার্জন করা **আল্লাহ তায়ালার** অসন্তুটি ব্যতিত হবে না। যখন অবস্থা হবে তখন লোকেরা নিজের স্ত্রী সন্তানদের হাতেই ধ্বংসে পতিত হবে, যদি স্ত্রী সন্তান না থাকে তবে পিতামাতার হাতেই তার ধ্বংস হবে এবং যদি পিতামাতাও না থাকে তবে তার ধ্বংস আত্মীয় বা প্রতিবেশিদের হাতেই হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে? তখন **রাসূলে পাক**

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তারা তাকে স্বল্প রোজগারের কারণে লজ্জিত করবে, তখন সে নিজেকে ধ্বংসের স্থানে নিয়ে যাবে।

(আয যুহুদুল কবীর লিল বায়হাকী, ২য় অংশ, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে যেমনিভাবে পুরুষদের জন্য শিক্ষা ও নসিহতের মাদানী ফুল রয়েছে, তেমনি ঐ সকল মহিলাদের জন্যও এতে শিক্ষা রয়েছে, যারা নিজের স্বামীদেরকে তাদের স্বল্প উপার্জনের জন্য অভিশাপ দিয়ে কিছুটা এরূপ কড়া কথা বলতে শুনা যায়: "অমুকের নিকট তো অনেক বাংলো, ফ্যাক্টরী এবং জায়গা-সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু তুমি আমাকে ভাড়ার ছোট একটি বাড়িতে রেখেছো, আমার তো এখানে দম বন্ধ হয়ে আসে, আমার খোলামেলা বাড়ি চাই, অমুকের দিকে তাকাও নিজের পরিবার নিয়ে আলিশান গাড়িতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু আমাকে বাস, টেক্সী আর রিক্সার থাক্কা খেতে হয়, অমুক তো লোড শেডিং থেকে বাঁচার জন্য জেনারেটর কিনে নিয়েছে আর তুমি কমপক্ষে ইউপিএস (U.P.S) বা চার্জিং ফ্যান হলেও কিনে নাও, অমুক তো এই ঈদে তার সন্তানের মাকে এত হাজার টাকার পোষাক বা সোনার সেট বানিয়ে দিয়েছে কিন্ত তুমি আমাকে ঈদে সোনার আঙটি বা বেসলাইট বা কানের দুল তো বানিয়ে দাও, অমুক তার সন্তানের মাকে অমুক শপিং মল থেকে শপিং করিয়েছে সুতরাং আমাকেও ভাল শপিং মল থেকে শপিং করাবে, অমুককে দেখো কত স্বাচ্ছ্যন্দ হয়ে গেছে, তুমিও তো কিছু করো, অমুকের বেতন লাখ টাকা কিন্তু তুমি এতদিন কাজ করার পরও একই জায়গায় আছো" ইত্যাদি আর সন্তানদের আবদার তো ভিন্ন। তো নিত্যদিন যখন একজন লোক আবদার এবং কটুক্তি শুনতে থাকে তখন মানসিক কষ্ট এবং অসহায়ত্ব তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে নেয়, তার কিছুই বুঝে আসে না যে, সে এখন কি করবে, যেহেতু তার স্ত্রী সন্তানের আবদারও পূরন করতে হবে এবং তার নিকট সুযোগও কম, সুতরাং সে তাদের জায়িয ও না-জায়িয আবদার পূরন করার জন্য হারাম ও হালালের তোয়াক্কা না করেই না-জায়িয পথ অবলমস্বন করে নিজের কবর ও আখিরাতকে নষ্ট করে দেয়।

হালাল ও হারামের ব্যাপারে অসাবধানতা

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: یَاْتِیۡ عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ، لَا یُبَالِی الۡمَرۡءُ مَا اَخَذَ مِنۡہُ اَمِنَ الۡحَلَالِ اَمۡ مِنَ الۡحَرَام অর্থাৎ মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, মানুষের এই বিষয়ে কোন ভ্রুক্ষেপ থাকবে না যে, সে (সম্পদ) কোথা হতে অর্জন করলো, হারাম নাকি হালাল থেকে। (বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, ২/৭, হাদীস নং-২০৫৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ শেষ যামানায় লোক দ্বীনের প্রতি অসাবধান হয়ে যাবে, পেটের চিন্তায় চারিদিকে ফেঁসে যাবে, উপার্জন বৃদ্ধি, সম্পদ জমা করার চিন্তা করবে, সকল হালাম ও হালাল নেয়াতে ভীতিহীন হয়ে যাবে যেমনটি আজকাল প্রসার লাভ করেছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৪/২২৯)

আল্লাহ তায়ালার দরবারে দাবী

হযরত সায়্যিদুনা আবু লাইস সামারকান্দি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উদ্ধৃতি করেন: বর্ণিত আছে যে, পুরুষের সাথে সম্পৃক্তদের মধ্যে সর্বপ্রথম তার স্ত্রী এবং তার সন্তানরাই রয়েছে, তারা সবাই (অর্থাৎ স্ত্রী, সন্তান কিয়ামতে) **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আরয করবে: **হে আমাদের রব!** আমাদেরকে এই ব্যক্তি থেকে আমাদের হক আদায় করে দিন, কেননা সে কোন দিন আমাদের দ্বীনি বিষয়ে শিক্ষা দেয়নি এবং সে আমাদের হারাম খাইয়েছিলো, যা আমরা জানতাম না, অতঃপর সেই ব্যক্তিকে হারাম উপার্জনের জন্য এমনভাবে মারা হবে যে, তার মাংস ঝড়ে যাবে, অতঃপর তাকে মীযানের নিকট নেয়া হবে, ফিরিশতারা পাহাড় সমপরিমাণ তার নেকী নিয়ে আসবে তখন তার সন্তানদের মধ্যে একজন অগ্রসর হয়ে বলবে: “আমার নেকী অল্প” তখন সে এই নেকীসমূহ থেকে নিয়ে নিবে, অতঃপর আরেকজন এসে বলবে: “তুমি আমাদের সূদ খাইয়েছো” এবং তার নেকীসমূহ থেকে নিয়ে যাবে, এমনিভাবে তার পরিবারের লোকেরা তার সব নেকী নিয়ে নিবে এবং সে তার পরিবার পরিজনদের দিকে দুঃখ ভারাক্রান্ত ও অসহায়ভাবে তাকিয়ে বলবে: “এখন আমার ঘাঁড়ে সেই

গুনাহ ও অত্যাচার সমূহ রয়ে গেছে, যা আমি তোমাদের জন্যই করেছিলাম।” ফিরিশতা বলবে: “সে ঐ দূর্ভাগা ব্যক্তি, যার নেকী সমূহ তারই পরিবারের লোকেরা নিয়ে গেছে এবং সে তাদেরই কারণে জাহান্নামে চলে গেলো।” (আর রওযুল ফায়েক, ৪০১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো একবার! সেই ব্যক্তির দূর্ভাগ্যের অবস্থা কেমন হবে, যে নিজের পরিবার পরিজনের জন্য হারাম উপার্জন করেছে এবং কিয়ামতের দিন তার পরিবারই তার সকল নেকীসমূহ নিয়ে মুক্তি পেয়ে যাবে এবং সে নিজে কাঙ্গাল হয়ে পরে থাকবে। সুতরাং সময় ও সুযোগকে গনিমত মনে করে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রদ হয়ে যাওয়া উচিৎ, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে নিজের সন্তানদেরকে দ্বীনি শিক্ষা প্রদান করুন, তাদের কোরআনে করীম পাঠ করাও শিখান, অযু ও গোসল, পবিত্রতা ও অপবিত্রতা ইত্যাদি, ইসলামী আদবও শিখান, তাদের চরিত্রও সজ্জিত করার চেষ্টা করুন, **আল্লাহ তায়ালা** এবং **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা শিখান। আখিরাতের ভাবনা প্রদান করুন, মৃত্যুর প্রস্তুতি গ্রহন করান, বিভিন্ন গুনাহ সম্পর্কে বলুন এবং সেই গুনাহ থেকে বিরতও রাখুন।

সেই সময়, যার সম্পর্কে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, যখন সুন্নাতের উপর আমল করা, দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এই পথে আসা কষ্টে ধৈর্যধারন করা অনেক কঠিন হবে। আসুন! এ সম্পর্কে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী শ্রবণ করুন এবং নিজেকে সুন্নাতের অনুসরন করার চেষ্টা করুন।

সুন্নাতের উপর আমল করা আগুনের কয়লা ধরার ন্যায় হবে

(১) ইরশাদ হচ্ছে: اَلْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ اِخْتِلَافِ اُمَّتِي كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ অর্থাৎ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধারনকারী হাতের তালুতে আগুনের কয়লা রাখার ন্যায় হবে। (নাওয়াদিরুল উসুল, ১ম অংশ, ৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ অর্থাৎ মানুষের মাঝে একটি যুগ এমন আসবে যে, তাতে নিজের দ্বীনের উপর ধৈর্যধারনকারী আগুনের কয়লা আঁকড়ে ধারনকারীর ন্যায় হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, ৪/১১৫, হাদীস নং-২২৬৭)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বর্ণনাকৃত দ্বিতীয় হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: এই যুগ কিয়মতের নিকটবর্তী সময় হবে, যা বর্তমানে শুরু হয়ে গেছে। বর্তমানে দ্বীনদার হয়ে থাকা কঠিন। বর্তমানে দাঁড়ি রাখা, নিয়মিত নামায আদায় করা কঠিন হয়ে গেছে। সূদ থেকে বাঁচা তো প্রায় অসম্ভবই হয়ে গেছে। তিনি আরো বলেন: যেমনটি হাতে জ্বলন্ত কয়লা রাখা অনেক বড় ধৈর্যশীলের কাজ, তেমনিভাবে সেই সময় একনিষ্ঠ ও পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়া খুবই কঠিন হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৭২)

দ্বীনের অনুসারীদের জন্য পরীক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুফতী সাহেব رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ হাদীসে পাকের এই ব্যাখ্যা তাঁর যুগে করেছিলেন আর এখন তো তা থেকে আরো কয়েক গুণ বেশি নির্বিকতা এবং দ্বীন থেকে দূরত্ব, এই বিষয়টি কেই বা জানে না যে, বর্তমানে যে ইসলামী বোন বোরকা পরিধান করে, শরয়ী পর্দা করে এবং শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে চায়, তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যে ইসলামী ভাই শরীয়ত অনুযায়ী জায়িয পোষাক পরিধান করে, নিজের মাথায় পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজায়, সুন্নাতের ধারক হয়ে শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরন করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছে, ঐসকল ইসলামী ভাই যারা বিশ্বস্ততার সহিত নিজের অফিসিয়াল দায়িত্ব পালন করে সূদ ও ঘুষের উপদ্রব হতে বিরত থেকে হালাল উপার্জন করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, ঐ সকল আশিকানে রাসূল যারা শরীয়তের গন্ডির মধ্যে থেকে না-জায়িয রীতিনীতি হতে বিরত থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান করতে চায়, তারাও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। একদিকে তো সমাজের লোকেরা সেই বেচারাকে বিভিন্ন ভাবে উত্যক্ত করে, তাদের মনে কষ্ট দেয় এবং তাদের সাহস কমানোর চেষ্টা করে থাকে আর অপরদিকে নেক আমল করাতে নফস ও শয়তান প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

নিজেই বিচার করুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মানুষের ভুল হতেই পারে কিন্তু আফসোস! যদি কোন ধর্মিয় এবং দ্বীনের প্রতি আমলকারী ব্যক্তির কোন ভুল হয়ে যায় তবে তা নিয়ে

খুবই আস্ফালন করা হয়, অনুরূপভাবে ইসলাম এবং শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারীকে মিডিয়া, স্যোশাল মিডিয়া এবং অন্যান্য মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে বদনাম করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে, যাতে মানুষের মনে তাঁদের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়, ফলশ্রুতিতে লোকেরা তাঁদের প্রতি কু-ধারনা পোষণ করে, তাঁদেরকে গুরুত্ব দেয় না এবং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতকে ধ্বংসের উপলক্ষ তৈরী করে। এরূপ কঠিন পরিস্থিতিতে দ্বীনের অনুসারী এবং সালাত ও সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনদের আরো সতর্ক হওয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! সামান্য অসতর্কতাও কখনো কখনো অনেক বড় ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে, যদি আমরা আসলেই মাদানী কাজ করতে চাই, তবে যতক্ষন শরীয়ত আদেশ দিবে না কখনোই কোন সুন্নিকে নিজের প্রতিপক্ষ বানাবো না। আপনার প্রতিটি চলন লোকেরা মনযোগ দিয়ে দেখছে, সুতরাং এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি আঙ্গুল উঠে। তবে সতর্কতার পরও প্রতিবন্ধকতা হলে, লোকেরা কটাক্ষ করলে বা পরিবারের সদস্যরা সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে বাঁধা দিলে তবুও ঘাবড়াবেন না, কেননা যেই কাজে কষ্ট বেশি হয়, তাতে সাওয়াবও বেশি হয়ে থাকে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: সর্বোত্তম ইবাদত হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়।

(কাশফুল খফা, ১/১৪১)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ফিতনা ফ্যাসাদের সময় আমার সুন্নাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলো তবে তার একশত শহীদের সাওয়াব অর্জিত হবে। **(মিশকাতুল মাসবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৫, হাদীস নং-১৭৬)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত দ্বিতীয় হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: কেননা শহীদরা তো একবার তরবারির আঘাতেই পাড় পেয়ে যায়, কিন্তু এই **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দারা সারা জীবন মানুষের ভর্ৎসনা ও মুখের আঘাত খেতেই থাকে। **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টিতে সবই সহ্য করে থাকে। তাদের জিহাদ হলো জিহাদে আকবর (নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ), যেমন এই যুগে দাঁড়ি রাখা, সূদ থেকে বাঁচা ইত্যাদি।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/১৭৩)

প্রকাশ্যে বন্ধু, গোপনে শত্রু

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভবিষ্যত যুগে মাথা উত্তোলনকারী ফিতনা সমূহ সম্পর্কে একটি হাদীস শরীফে রয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: শেষ যুগে কিছু এমন লোকও থাকবে, যারা প্রকাশ্যে বন্ধু এবং ভেতরে ভেতরে শত্রু হবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা কিভাবে হবে? ইরশাদ করলেন: (নিজের দুনিয়াকে উত্তম বানানোর জন্য) একে অপরের প্রতি ধাবিত (লোভ) এবং একে অপরের প্রতি ভয়ের কারণে হবে।

(মুসনাদে আহমদ, মুসনাদিল আনসার, ৮/২৪৪, হাদীস নং-২২১১৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন লোক (বের) হবে, যারা নিজের নেকী সমূহ প্রকাশ করা পছন্দ করবে, যাতে লোকেরা তাদের বাহবা করে। একাকী হয়তো আমল করবেই না বা করলেও তা সাধারণ ভাবে। (তিনি আরো বলেন:) সেই লোকদের মনে **আল্লাহ তায়ালার** ভয়, **আল্লাহ তায়ালার** প্রতি আশা থাকবে না বা কম থাকবে, মানুষের ভয়, মানুষের প্রতি আশা তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। এই মহান বাণীতে ওলামা, ইবাদতকারী, দুনিয়ার প্রতি উদাসীন, দানশীল ইত্যাদি সবাই অন্তর্ভূক্ত। প্রতিটি আমল একনিষ্ঠতাতেই কবুল হয়। এতে তারাও অন্তর্ভূক্ত যারা মানুষের সাথে প্রকাশ্যে ভালবাসবে এবং তাও কোন উদ্দেশ্যে, যখন উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে বন্ধুত্বও শেষ হয়ে যাবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১৪০-১৪১)

আমার জন্য কি আমল করেছো?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! মুসলমানের প্রতিটি কাজ **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্যই হওয়া উচিৎ, এমনকি যদি কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব করে তাও **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং শত্রুতা পোষন করলে তাও **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হওয়া উচিৎ।

বর্ণিত আছে: **আল্লাহ তায়ালা** একজন নবী عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন: অমুক যাহিদকে (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা অবলম্বনকারী) বলে দিন যে, তোমার দুনিয়ার প্রতি উদাসিনতা অবলম্বন করা নিজের নফসকে প্রশান্তি দেয়ার

জন্য এবং সবার থেকে আলাদা হয়ে আমার সাথে সম্পর্ক রাখা এটা তোমার সম্মানের জন্য, তোমার প্রতি আমার যা কিছু হক রয়েছে, তার বিনিময়ে কি আমল করেছো। আরয করলো: হে **রব তায়ালা**! সেই আমল কি? ইরশাদ করলেন: তুমি কি আমার কারণে কারো সাথে শত্রুতা পোষন করেছো এবং আমার কারণে কোন অলীর সাথে বন্ধুত্ব করেছো? (হিলইয়াতুল আউলিয়া, তাবকাতে আহলে মাশরিক, ১০/৩৩৭, হাদীস নং-১৫৩৮৪)

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, সব ধরনের জায়িয সম্পর্কে **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টিকেই অগ্রাধিকার দেয়া। যেই সৌভাগ্যবান **আল্লাহ তায়ালার** জন্য একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের মুবারক হোক, কেননা হাদীসে পাকে বর্ণনা অনুযায়ী এরূপ লোকেরা পরিপূর্ণ ঈমানদার এবং **আল্লাহ তায়ালা** তাদের কিয়ামতের দিন একত্রে করে দিবেন, সেই সৌভাগ্যবানরা আরশের পাশে ইয়াকুতের (মূল্যবান পাথরের একটি প্রকার) চেয়ারে থাকবে এবং জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ সম্বলিত জরবজদ পাথরের কক্ষে তাদের ঠিকানা হবে। আসুন! এপ্রসঙ্গে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষনকারীদের প্রতিদান

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি কারো সাথে **আল্লাহ তায়ালার** জন্য ভালবাসা পোষন করে, **আল্লাহ তায়ালার** জন্য শত্রুত পোষন করে এবং **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই প্রদান করে আর **আল্লাহ তায়ালার** জন্যই বারণ করে, সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করে নিলো। (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, ৪/২৯০, হাদীস নং-৪৬৮১)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: দুইজন ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালার** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষন করলো, একজন পূর্বে, অপরজন পশ্চিমে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা** তাদের উভয়কে একত্র করে দিবেন এবং ইরশাদ করবেন: এটাই সেই (ব্যক্তি) যাকে তুমি আমার জন্যই ভালবাসতে। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৯২, হাদীস নং-৯০২২)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালার** জন্য ভালবাসা পোষনকারী আরশের আশেপাশে ইয়াকুতের চেয়ারে থাকবে। (মু'জামু কবীর, ৪/১৫০, হাদীস নং-৩৯৭৩)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: জান্নাতে ইয়াকুতের স্তম্ভ রয়েছে, তার উপর জবরজদের (পান্না) কক্ষ থাকবে, তা এমন আলোকিত হবে যেনো উজ্জল নক্ষত্র। লোকেরা আরয

করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তাতে কারা থাকবে? ইরশাদ করলেন: সেই লোকেরা, যারা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষন করে, একই স্থানে বসে, পরস্পর মিলিত হয়। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৮৭, হাদীস নং-৯০০২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, যে সৌভাগ্যবান মুসলমান **আল্লাহ তায়ালার** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষন করে, **আল্লাহ তায়ালা** কাল কিয়ামতের দিন তাদের কিরূপ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করবেন। আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে সুবিধা ভোগী এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, দুনিয়াবী বিষয়াবলী তো একদিকে, এখন তো দ্বীনি বিষয়াদীতেও লোকেরা নিজের ইচ্ছা এবং নিজের লাভ খুঁজতে থাকে, যেমন; সালামেই কথাই ধরুন, যা **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বরং আবুল বশর হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام এরও সুন্নাত। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩১৩) কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই এই সুন্নাতের প্রতি উদাসিন হতে দেখা যাচ্ছে। সাধারনত যার সাথে পরিচয় নেই তাকে তো সালাম করা পছন্দই করা হয় না, যদি কিছু লোক এক স্থানে বিদ্যমান থাকে তবে নতুন আসা ব্যক্তি তার অপর মুসলমান বোনদের ভ্রুক্ষেপ করেই বিশেষ বিশেষ বা পরিচিতজনদের সালাম করে এবং তাও কোন লাভের জন্য।

তবে আমাদের উচিৎ যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই প্রিয় সুন্নাতের উপর আমল করে প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা, হোক সে পরিচিত বা অপরিচিত। দৈনিক নিয়মিতভাবে ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাদের রিসালা পূরন করাও সালামকে প্রসার করা এবং সালামের সুন্নাতের উপর স্থায়ীত্ব পাওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম, যেমনটি **মাদানী ইনআম নম্বর ৮** এ এর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভবিষৎ যুগে মাথা উত্তোলনকারী ফিতনা সম্পর্কে একটি হাদীস শরীফে এই বিষয়টিও বিদ্যমান যে, যুহুদ ও তাকওয়া (দুনিয়া ত্যাগী ও খোদাভীতি) গতানুগতিক ও বানোয়াট হয়ে যাবে।

দুনিয়া ত্যাগী ও খোদাভীতি গতানুগতিক ও বানোয়াট হবে

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামত সংগঠিত হবে না, যতক্ষন না দুনিয়া ত্যাগী গতানুগতিক এবং খোদাভীতি বানোয়াট হয়ে যাবে না।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, হাসান বিন আবী সিনান, ৩/১৪১, হাদীস নং-৩৪৭৩)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: গল্প বর্ণনাকারী এবং ওয়াজকারীদের (অর্থাৎ বয়ানকারী) মতোই লোকেরা নেককার লোকেদের দুনিয়া ত্যাগ ও খোদাভীতির বর্ণনা একে অপরকে শুনিয়ে শুনিয়ে কাঁদবে এবং এমন মৌখিক কথা বলবে যা তাদের অন্তরে নেই।

(ফয়যুল কদীর, ৬/৫৪৩, ৯৮৫৬ নং হাদীসের পাদটিকা)

আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধের ঘোষণাকারী কে?

হযরত আদী বিন হাতিম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কিছু মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে, এমনকি যখন তারা জান্নাতের নিকটে পৌঁছে এর সুগন্ধ গ্রহন করবে, এর প্রাসাদ এবং তাতে জান্নাতীদের জন্য **আল্লাহ তায়ালার** প্রস্তুতকৃত নেয়ামত সমূহ দেখবে, তখন ঘোষণা করা হবে: তাদেরকে জান্নাত থেকে ফিরিয়ে দাও, কেননা তাদের জন্য জান্নাতে কোন অংশ নেই। (এই ঘোষণা শুনে) তারা এমন আফসোস সহকারে ফিরবে যে, তাদের মতো আফসোসের সহিত এর পূর্বে আর কেউ ফিরেনি, অতঃপর আরয করবে: হে **রব তায়ালা**! যদি তুমি তোমার সাওয়াব এবং তোমার অলীদের জন্য প্রস্তুতকৃত নেয়ামত সমূহ দেখানোর পূর্বেই আমাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করে দিতে তবে তা আমাদের জন্য বেশি সহজ হতো। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: আমি ইচ্ছা করেই তোমাদের সহিত এরূপ করেছি (এর কারণ হলো) যখন তোমরা একা হতে তখন বড় বড় গুনাহ করে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করতে এবং যখন মানুষের সাথে সাক্ষাত করতে তখন নম্রতার সহিত সাক্ষাত করতে, তোমরা নিজেদের ঐ অবস্থা দেখাতে যা তোমাদের অন্তরে আমার জন্য থাকতো না, তোমরা মানুষকে ভয় করতে এবং আমাকে ভয় করতে না, তোমরা মানুষকে সম্মান করতে এবং আমাকে সম্মান করতে না, তোমরা মানুষের কারণে মন্দ কাজ করা ছেড়ে দিতে কিন্তু আমার কারণে মন্দ কাজ ছাড়তে না, আজ আমি

তোমাদেরকে আমার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করার পাশাপাশি আমার আযাবের স্বাদও গ্রহন করাবো। (মু'জামু আওসাত, ৪/১৩৫-১৩৬, হাদীস নং-৫৪৭৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফিতনা থেকে কিভাবে বেঁচে থাকবে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে বর্তমান সময় হলো ফিতনায় পরিপূর্ণ, প্রতিটি বিদায় নেয়া দিনের সাথে সাথেই একটি নতুন ফিতনা সৃষ্টি হচ্ছে, এখন প্রশ্ন হলো যে, আমরা এই ফিতনা থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাবো? তো আসুন! বর্তমান সময়ের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি আপনাদের খেদমতে উপস্থাপন করছি।

(১) ফিতনা থেকে নিরাপত্তা এবং ঈমানের নিরাপত্তার জন্য উত্তম সহচর্য অবলম্বন করুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ এই মুহুর্তে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** উত্তম সহচর্য পাওয়ার একটি অনন্য মাধ্যম। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ **দা'ওয়াতে ইসলামী** মুসলমানকে ফিতনা থেকে বাঁচায়, ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা প্রদান করে এবং তাদের পরিপূর্ণভাবে সুন্নাতের অনুসারী বানায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ এই মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে এই পর্যন্ত অসংখ্য লোকের সংশোধন হয়েছে এবং ঈমানের নিরাপত্তার মানসিকতা তৈরী হয়েছে।

(২) নিজেকে ফিতনা থেকে বাঁচাতে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা এতেই নিরাপত্তা। অনেক সময় মানুষ নিজের উপর আস্থা রেখে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ে যায়, কিন্তু জেনে শুনে বা অজান্তে কোন না কোন ফিতনার শিকার হয়ে পথভ্রষ্টতার গভীর গহ্বরে পতিত হয়ে যায়, সুতরাং এই বিষয়ে নিজের নফসের উপর একেবারেই আস্থা রাখা উচিৎ নয়, কেননা নফসের উপর আস্থা রাখা মানেই হলো অনেক বড় মিথ্যুকের উপর আস্থা রাখা। (গীবত কি তাবাকারীয়্যা, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

(৩) বর্তমান সময়ে স্যোশাল মিডিয়া (Social Media) ফিতনা ছড়ানোর একটি ভয়ঙ্কর হাতিয়ার হয়ে যাচ্ছে, ইসলামের শত্রুরা নিজেদের মন্দ উদ্দেশ্য চরিথার্ত করতে এর ভুল ব্যবহার করে খোলামেলাভাবে ইসলামী বিধানাবলী সম্পর্কে উপহাস করছে, স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে মুসলমানকে নির্লজ্জতা এবং অশ্লিলতার চোরাবালিতে টেলে দেয়া হচ্ছে, সুতরাং

স্যোশাল মিডিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে নিজেকে এবং নিজের বংশধরকে বিরত রাখুন, যদি তা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় না থাকে তবে দারুল ইফতা থেকে এ ব্যাপারে নির্দেশনা অবশ্যই নেয়া উচিৎ।

(৪) ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ১০০ ভাগ ইসলামী চ্যানেল **"মাদানী চ্যানেল"** দেখা এবং দেখানোর অভ্যাস গড়ুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **মাদানী চ্যানেলই** একমাত্র চ্যানেল যাতে সম্প্রচারিত প্রতিটি অনুষ্ঠান শরীয়ত অনুযায়ীই হয়ে থাকে, মাদানী চ্যানেলে ইশকে রাসূলের সুধা পান করানো হয়, মাদানী চ্যানেলে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষাই দেখানো হয়, মাদানী চ্যানেলে সম্মানিত মনিষীদের আদব শিখানো হয়, সুতরাং নিজও **মাদানী চ্যানেল** দেখুন এবং পরিবার পরিজনকে দেখার উৎসাহ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সব সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে "ইসমাদ"। কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৭) ✵ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) ✵ ঘুমানোর সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) ✵ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) ✵ এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ✵ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিকে শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগান এরপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد